25. Research Incentives

২৫. গবেষণার উদ্দীপনা

আইএমএক্স শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ডঃ বীরেন্দ্র স্বরূপ বেশ আমুদে মেজাজে বললেন, “একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে গবেষণাকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়ার জন্য শুরু থেকেই আমাদের বেশ আকর্ষণীয় নীতিমালা ছিল। “প্রায় ২০ বছর আগে, আইএমএক্স-এর সূচনালগ্নে, গ্রীষ্মকালীন ছুটি ছিল বাধ্যতামূলক। গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে এমনকি গবেষণা বা পাঠ্যসামগ্রী উন্নয়নের মতো কাজে আইএমএক্স-এর অফিসে কাজ করার বিনিময়ে কোনো বিকল্প বা ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি পাওয়া যেতো না। ছুটি তখনই মঞ্জুর করা হতো, যখন কেউ প্রাতিষ্ঠানিক বা সাধারণ প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকতেন, কিংবা এমডিপি-তে (Management Development Programme - MDP) ক্লাস নেওয়ার মতো কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতেন। যদিও গবেষণার ওপর যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়ে আইএমএক্স-এর পক্ষ থেকে প্রচুর আলোচনা করা হতো।”

একজন অধ্যাপককে মে মাসের ৬-৭ তারিখ নাগাদ একটি এমডিপি ক্লাস নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। গ্রীষ্মকালীন ছুটি ১৫ই এপ্রিল বা তার কাছাকাছি সময় থেকে শুরু হয়েছিল। ওই শিক্ষক সময়টিকে 'কেস রাইটিং' বা গবেষণামূলক কেস লেখার কাজে ব্যবহারের কথা ভাবলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আইএমএক্স-এর অনুমতি চাইলেন, তথ্য সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়লেন এবং ১লা মে নাগাদ ফিরে এলেন। অন্য একজন শিক্ষকের ২৮-২৯শে এপ্রিল নাগাদ ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল। বছরের শেষে দেখা গেল—প্রথমোক্ত অধ্যাপককে আইএমএক্স-এর কাজে সময় দেওয়ার জন্য মাত্র সাড়ে তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে; দ্বিতীয় অধ্যাপককে ১৪ দিন আইএমএক্স-এর কাজ করার সুবাদে সাত দিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে; আর তৃতীয় অধ্যাপক আইএমএক্স-এর কাজে সময় দিয়েছিলেন মাত্র ৭ দিন। যদি তিনি কেস লেখার কাজে বাইরে না যেতেন, তবে তিনি ১১ দিনের ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি পেতেন; কারণ সেক্ষেত্রে তিনি ১৬ই এপ্রিল থেকে ৭ই মে পর্যন্ত একটানা আইএমএক্স-এর কাজেই নিয়োজিত থাকতেন।

আইএমএক্স-এর ডিরেক্টর পরিবর্তনের পরেও নীতিমালাগুলো একই ছিল। একদিন শিক্ষার্থীদের ব্যাচের আকার একটি থেকে দুটি সেকশনে বাড়ানোর কথা থাকায় একজন অধ্যাপককে পিজিপি-এর চেয়ারম্যান করা হলো। তিনি খুশি হয়েছিলেন যে এবার অন্তত তিনি পুরো ৩০ দিনের অর্জিত ছুটি পাবেন। তাঁর কর্মপরিকল্পনায় তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, পিজিপি-র কাজের (যার মধ্যে ভর্তি করানোও অন্তর্ভুক্ত ছিল) পাশাপাশি তিনি এই সময়ে একটি অনুমোদিত প্রকল্পের উপর কেস লেখার কাজও করবেন। বছর শেষে, নথিপত্রে মাত্র ১৫ দিনের অর্জিত ছুটি দেখানোয় তিনি হতবাক হয়ে যান। তিনি খোঁজ নিলে তাঁকে জানানো হয় যে কোনো ভুল হয়নি। এর কারণ হলো, তিনি গ্রীষ্মকালীন ছুটি কেস রাইটিং-এর জন্য ব্যবহার করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন (যা তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল), এবং এটি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাজ ছিল না। এখানে উল্লেখ্য যে, কেস রাইটিং-কে গবেষণা হিসেবে গণ্য করা হতো এবং ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে কোর্সগুলো চালানোর জন্য অধ্যাপকদেরই কেস লেখাগুলি করতে হবে।

২০০২ সালের শুরুর দিকে, একজন বরিষ্ঠ অধ্যাপক ভারতে ‘বিদেশি সহযোগিতা’ (Foreign Collaborations) বিষয়ক একটি গবেষণাপত্র লেখেন, যা একটি স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য গৃহীত হয়। তাঁকে একটি লিখিত অঙ্গীকারনামা দিতে বলা হয় যেখানে তিনি

অঙ্গীকার করবেন যে, পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি আর কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যাবেন না, কারণ ২০০১ সালেই তিনি একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি জানালেন যে তিনি সর্বশেষ সম্মেলনে ১৯৯৭ সালে গিয়েছিলেন এবং তার পরে আইএমএক্স-এর বরিষ্ঠ প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে তাঁকে আর সম্মেলনে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাঁর এই ব্যাখ্যাটি ডিনের কাছে কোনো গুরুত্বই পেল না। এমনকি এই বিষয়টিও ডিনের কাছে কোনো বোধগম্য হলো না যে, ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে একটি বিনিময় কর্মসূচির (exchange programme) আওতায় যাওয়ার সুবাদে ওই অধ্যাপকের কেবল সম্মেলনের নিবন্ধন ফি-টুকু আইএমএক্স দিয়েছিল; তাঁর যাতায়াত বা অন্য কোনো খরচ আইএমএক্স-কে দিতে হয়নি। ওই অধ্যাপক অঙ্গীকারনামা দিতে অরাজি হন এবং 'প্রযুক্তি হস্তান্তর' (Technology Transfer) বিষয়ক একটি সম্মেলনে তাঁর গবেষণাপত্রটি জমা দেন। পরে সেই সম্মেলনের প্রকাশনায় তাঁর গবেষণাপত্রটি ছাপা হয়। অবশ্য এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ যে, একজন নতুন সহকারী অধ্যাপককে দুটি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল (যদিও নিয়ম অনুযায়ী তিনি একটিও সম্মেলনে যোগ দেওয়ার যোগ্য ছিলেন না)। এমনকি সম্ভবত একটি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর কোনো গবেষণাপত্রও ছিল না, যা সম্মেলনে অংশগ্রহণের একটি আবশ্যিক শর্ত ছিল।

২০০২ সালের জুন বা জুলাই মাসে, আইএমএক্স-এর ডিরেক্টর তাঁর প্রতিষ্ঠানের একজন অধ্যাপককে 'অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্ট স্কুলস'-এর বার্ষিক সম্মেলনে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে অনুরোধ করলেন। তিনি কারণ দেখালেন যে তিনি এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। অধ্যাপকটি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উত্তর দিলেন, "আমি তো আর প্রতিষ্ঠানের প্রধান নই যে, সেখানে গিয়ে অনুষ্ঠানের শোভা বর্ধন করব। তবে হ্যাঁ, আমি যদি একটি গবেষণাপত্র লিখি এবং সেটা যদি সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য গৃহীত হয়, তবে আমি অবশ্যই সেখানে যাব।" সৌভাগ্যবশত, তিনি একটি গবেষণাপত্র তৈরি করলেন এবং সম্মেলনটিতে সুদৃঢ় তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা শিক্ষার (management education) সঠিক দিকনির্দেশনা ও কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য গবেষণার ভূমিকা তুলে ধরেছিলেন। যেহেতু তিনি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কয়েকটি সেশন নিতে যাচ্ছিলেন এবং দিল্লির হয়েই যাচ্ছিলেন, তাই তিনি ইনস্টিটিউটের অতিথি ভবনে একদিন থাকলেন, তাঁর গবেষণাপত্রটি পেশ করলেন এবং অতিথি ভবন থেকে সম্মেলনের স্থান পর্যন্ত যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়া দাবি করে সেখান থেকে ফিরে এলেন।

এর পরে ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে, তিনি গোয়ায় অনুষ্ঠিত একটি পর্যটন বিষয়ক সম্মেলনে গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার জন্য আবেদন করলেন। তাঁর এই গবেষণাপত্রটিই এই বিষয়ে আইএমএক্স-এর পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে অন্যান্য সম্মেলনের মূল ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই অধ্যাপককে এই সম্মেলনের জন্য আইএমএক্স কোনো আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা (sponsorship) করতে রাজি হয়নি কারণ এটি তাঁর দ্বিতীয় সম্মেলন ছিল।

অধ্যাপকটি তখন তাঁর নিজের খরচে গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করতে এগিয়ে গেলেন। এই ঘটনায় তিনি এতটাই তিতিবিরক্ত হয়েছিলেন যে, তিনি ঠিক করলেন যতদিন একই ব্যক্তিরা আইএমএক্স-এর ডিরেক্টর এবং ডিন থাকবেন, ততদিন তিনি আইএমএক্স-এর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আবেদন জানাবেন না।

তবে, তিনি গবেষণা এবং গবেষণাপত্র লেখা ও সেইসঙ্গে সম্মেলনে যোগদান বজায় রেখেছিলেন। পরের সম্মেলনে, যখন তিনি আরও একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করতে গেলেন যা পরে 'বিকল্প' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তখন একটি মজার ঘটনা হলো। আইআইএমএ–র (The Indian Institute of Management, Ahmedabad -IIMA) একজন ফ্যাকাল্টি অ্যাসোসিয়েট (Faculty Associate) জামশেদপুর থেকে আহমেদাবাদে বিমানে ভ্রমণ করেছিলেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দু'জন শিক্ষক এসি টু–টায়ারে গিয়েছিলেন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিনিয়র অধ্যাপকটি এসি থ্রি টায়ারে গিয়েছিলেন (সম্ভবত কারণ তখন গ্রীষ্মকাল ছিল এবং তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠেছিল)। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি বিব্রত কিনা, তিনি রসিকতা করে বললেন, "একজন ততটুকুই গবেষণা করতে পারে, যতটুকু তার সামর্থ্য আছে।" স্বাভাবিক ভাবেই, অন্য কারো গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়নি।

ডঃ বীরেন্দ্র স্বরূপ বললেন, "পঞ্চাশ বছর ধরে ব্যবস্থাপনা শিক্ষার (Management Education) প্রচলন থাকার পরেও যদি এই ধরণের কুপ্রথা চালু থাকে যা একনিষ্ঠ গবেষণায় নিবেদিতপ্রাণ অধ্যাপক–অধ্যাপিকাদেরও তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে নিরুৎসাহিত করতে পারে, তাহলে আমি ভাবছি কবে এবং কীভাবে আইএমএক্স একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে, অথবা উচ্চশিক্ষার নতুন সংজ্ঞা কী হবে!"